

অধ্যায়
১২

বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

আলোচ্য বিষয়াবলি

- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা : ধারণা ও গুরুত্ব • জাতিসংঘ ও এর গঠন • জাতিসংঘ গঠনের উদ্দেশ্য ও মৌলিক নীতি • বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ভূমিকা • বিশ্ব শান্তিরক্ষা বাহিনীতে বাংলাদেশের ভূমিকা।

এক নজরে অধ্যায়ের মূলভাব জেনে নিই

বিশ্বের সকল স্বাধীন রাষ্ট্রই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। প্রতিটি দেশের সরকারের দায়িত্ব হলো দেশকে সুন্দর ও সঠিকভাবে পরিচালনার মাধ্যমে দেশ ও জনগণের কল্যাণ, সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন সাধন করা। এজন্য বিভিন্ন দেশের সরকার বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে। কিন্তু এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা কোনো সরকারের পক্ষে এককভাবে করা সম্ভব হয় না। প্রয়োজন হয় অন্যকোনো দেশ বা সংস্থার সহযোগিতা। এ প্রয়োজনীয়তা থেকেই আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ধারণার উদ্ভব হয়েছে। গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সহযোগিতা সংস্থা। এদের মধ্যে অন্যতম হলো জাতিসংঘ।



United Nations

অধ্যায়ের শিখনফল

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জাতিসংঘের গঠন বর্ণনা করতে পারব;
- জাতিসংঘ গঠনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারব;
- জাতিসংঘের মৌলিক নীতিসমূহ বর্ণনা করতে পারব;
- জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারব;
- বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব;
- বিশ্ব শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব।

অনুশীলন

সেরা পরীক্ষাপ্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে সর্বাধিক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি—এ তিনটি অংশে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি অংশে মাস্টার ট্রেনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি ছুল পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- সব ধরনের উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি নিচের কোনটি?
 (ক) পরিশ্রম (খ) সম্পদ
 (গ) শিক্ষা (ঘ) স্বাস্থ্য
- শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ—
 i. বাংলাদেশের ব্যাপক পরিচিতি দিয়েছে
 ii. বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে
 iii. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ খুলে দিয়েছে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও iii (খ) ii ও iii
 (গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii
- বিশ্ব শান্তিরক্ষার প্রধান দায়িত্ব জাতিসংঘের কোন পরিষদের?
 (ক) সাধারণ পরিষদের
 (খ) আন্তর্জাতিক আদালতের
 (গ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের
 (ঘ) নিরাপত্তা পরিষদের

- নিচের কোনটি জাতিসংঘের কাজ নয়?
 (ক) শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
 (খ) আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া
 (গ) নির্বাচনে সহায়তা করা
 (ঘ) আন্তর্জাতিক আদালতের বিরোধ নিষ্পত্তি করা

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১ | ২০১২ সালে 'ক' উপজেলার সকল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান একত্রিত হয়ে উপজেলা চেয়ারম্যানকে পরিষদের সভাপতি করে প্রত্যেকটি ইউনিয়নের শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য কিছু নীতিমালা করে তা মেনে চলার অঙ্গীকার করেন। প্রতিটি ইউনিয়নের বিরোধ মীমাংসা, উন্নয়ন এবং এলাকার মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কাজ শুরু করে। এতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি এলাকার মানুষ নিরাপদ জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়। দুটি ইউনিয়নের মধ্যে বিরোধ দেখা

দিলে 'ক' উপজেলা চেয়ারম্যানের হস্তক্ষেপে তা সমাধান হয়। 'ক' উপজেলার সাফল্যে অন্যান্য উপজেলাও এ ধরনের নীতিমালা গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।



ক. কত সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে? ১



খ. 'জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র সমান মর্যাদা ও সমান সার্বভৌমত্বের অধিকারী হবে'—জাতিসংঘের এ মৌলিক নীতিটির ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের দুই ইউনিয়নের বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াটি জাতিসংঘের কোন নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ক' উপজেলার শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা জাতিসংঘের বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টার অনুরূপ—মতামত দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।

খ. জাতিসংঘের অন্যতম একটি মূলনীতি হলো 'জাতিসংঘের সকল সদস্যরাষ্ট্র সমান মর্যাদা ও সমান সার্বভৌমত্বের অধিকারী হবে'। এ কথার অর্থ হলো জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের সকলেই জাতিসংঘের কাছে থেকে সমান সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা লাভের অধিকারী। এটা জাতিসংঘের সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত।

গ. উদ্দীপকের দুই ইউনিয়নের বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াটি জাতিসংঘের সকল রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

জাতিসংঘের প্রধান ছয়টি শাখার মধ্যে একটি হলো আন্তর্জাতিক আদালত। জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রের বিরোধ মীমাংসায় আন্তর্জাতিক আদালত কাজ করে। জাতিসংঘের যেকোনো সদস্য রাষ্ট্র যেকোনো আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিক আদালতের কাছে বিচার প্রার্থনা করতে পারে। আন্তর্জাতিক আদালত পর্যালোচনা করে সুষ্ঠু বিচারের মাধ্যমে সমস্ত বিরোধ মীমাংসা করে সঠিক সমাধান দেয়। এ সংস্থাটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে। অনুরূপভাবে উদ্দীপকে 'ক' উপজেলার চেয়ারম্যান উপজেলার প্রত্যেকটি ইউনিয়নের শান্তি রক্ষার নীতিমালা ঘোষণার মাধ্যমে এলাকার উন্নয়নের কাজ শুরু করেন। এছাড়াও তিনি ইউনিয়নের বিরোধ মীমাংসায় ভূমিকা পালন করেন। অতএব বলা যায়, উদ্দীপকের দুই ইউনিয়নের বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াটি জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আদালতের বিরোধ মীমাংসা নীতির সাথে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. আমি প্রস্তুত উত্তিটির সাথে একমত। কারণ বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘের কোনো বিকল্প নেই।

৫১টি দেশ নিয়ে ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতিসংঘ। এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো— আন্তর্জাতিক শান্তিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করা; আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিশ্বের সকল বিরোধ নিষ্পত্তি করা। বিশ্বের কোথাও যুদ্ধ বা সামরিক সংঘাত দেখা দিলে জাতিসংঘ তা বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়। এছাড়াও বিশ্ব থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূর করা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, পরিবেশ দূষণজনিত সমস্যা মোকাবিলা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণরোধ, নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখছে। অনুরূপভাবে উদ্দীপকে 'ক' উপজেলার সকল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান একত্র হয়ে উপজেলার চেয়ারম্যানকে পরিষদের সভাপতি করে প্রত্যেকটি ইউনিয়নের শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা

নিশ্চিতকরণের জন্য কিছু নীতিমালা ঘোষণা করে এবং তা মেনে চলার অঙ্গীকার করেন। প্রতিটি ইউনিয়নের বিরোধ মীমাংসা, উন্নয়ন এবং এলাকার মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কাজ শুরু করে। এতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি এলাকার মানুষ নিরাপদ জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়। অতএব বলা যায়, উদ্দীপকের 'ক' উপজেলার শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা জাতিসংঘের বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টার অনুরূপ। তাই প্রস্তুত উত্তিটি যথার্থ।

২ প্রশ্ন ২ | নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



সিঙ্গেরলিয়ন জাতিসংঘ মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন ডাক্তার চিকিৎসা দিচ্ছেন



ক. জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিবের নাম কী? ১



খ. 'আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের সহযোগিতা গ্রহণ করা জাতিসংঘের একটি কাজ'—ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রে কর্মরত বাহিনী বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তায় কী ভূমিকা পালন করছে—ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিত্রে প্রদর্শিত বাহিনীর ভূমিকার কারণেই বহিঃবিশ্বে বাংলাদেশের সুনাম ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে—তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? মতামত দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক. জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিবের নাম অ্যান্টনিও গুতারেস (Antonio Guterres)।

খ. জাতিসংঘ নানা উপায়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে সাহায্য করে থাকে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে গিয়ে জাতিসংঘ কখনো কখনো বিভিন্ন আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার সাহায্য নেয় এবং এগুলোর মাধ্যমে বিশ্বের নানা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। এজন্য বর্তমান বিশ্বে পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব অনেক। তাই বলা যায়, আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের সহযোগিতা গ্রহণ করা জাতিসংঘের একটি অন্যতম কাজ।

গ. উদ্দীপকের চিত্রে প্রদর্শিত বাহিনী অর্থাৎ বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করার পর থেকেই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। যেমন— সামাজিক, অর্থনৈতিক, দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা, বেকারত্ব, কৃষি, চিকিৎসা, পুনর্বাসন ইত্যাদি। বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যরা বিশ্বের প্রায় ৪০টি দেশে ৫০টি মিশনে কাজ করেছে। এ মিশনে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশের সদস্যরা যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। উদ্দীপকে তেমন একটি চিত্রই প্রদর্শিত হয়েছে। চিত্রটিতে দেখা যায়, বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সদস্যরা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করে চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত রয়েছে। শুধু তাই নয় রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের সদস্যরা অবদান রাখছে। পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যরা বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১৫) হ্যাঁ, চিত্রে প্রদর্শিত বাহিনীর ভূমিকার কারণেই অর্থাৎ বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর ভূমিকার কারণেই বহিঃবিশ্বে বাংলাদেশের সুনাম ও মর্যাদা অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রগোস্ত এ বক্তব্যের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর অবদান প্রশংসনীয়। এ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর অনেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে শান্তিরক্ষা বাহিনীতে কমান্ডার হিসেবে ও উর্ধ্বতন পদেও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এটি বাংলাদেশের ভূমিকার আরও একটি স্বীকৃতি, যা বিশ্বব্যাপী দেশের মর্যাদাকে অনেকগুণ বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর

পুরুষ সদস্যের পাশাপাশি মহিলা সদস্যরাও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে বিদেশের মাটিতে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছে। উদ্দীপকেও দেখা যায়, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনের হয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী চিকিৎসাসেবা দিচ্ছে। এর পাশাপাশি বাংলাদেশের সদস্যরা নানা ধরনের কল্যাণমূলক কাজও করে চলেছে। অতএব বলা যায়, বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীর দায়িত্ববোধ, অক্লান্ত পরিশ্রম ও আদর্শিক কর্মকাণ্ডের ফলে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে নতুনভাবে পরিচিত হয়েছে। বহিঃবিশ্বে অর্জন করেছে সুনাম ও মর্যাদা। তাই আমি প্রশ্নের বক্তব্যের সাথে একমত।

সৃজনশীল অংশ কমন উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর শিখি

১৬) মাস্টার ট্রেনার প্যানেল প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ ১ : আন্তর্জাতিক সহযোগিতা : ধারণা ও গুরুত্ব (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১১)

শিখনফল ১.১ : আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

প্রশ্ন ৩ : মিসেস সুমাইয়া কবির তার প্রতিবেশী রোজি সিদ্দিকাকে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকেন। রোজি তার যেকোনো প্রয়োজনে আগে সুমাইয়া কবিরের সাথে পরামর্শ করেন। দুই পরিবারের এমন সম্পর্কের দরুন একদিকে যেমন পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সমস্যাগুলি দূরীভূত হয় তেমনি পারিবারিক বন্ধনও জোরদার হয়।

- ক. 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'র যাত্রা কখন শুরু হয়? ১
- খ. আঞ্চলিক সহযোগিতা বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি পাঠ্যবইয়ের কোন ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত ধারণাটির গুরুত্ব তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'র যাত্রা ২০১৬ সালে শুরু হয়।

খ. একটি অঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলো সাধারণত এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় না। দেশের জনগণের চাহিদা পূরণ এবং দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য প্রতিটি দেশকেই প্রতিবেশী বা অন্য দেশের কমবেশি সাহায্য-সহযোগিতা নিতে হয়। আর এ ধরনের অঞ্চলভিত্তিক পারস্পরিক সহযোগিতাকেই আঞ্চলিক সহযোগিতা বলা হয়।

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি আমার পাঠ্যবইয়ের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ধারণাটির সাথে সংগতিপূর্ণ।

বর্তমান বিশ্বের দেশগুলো স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলেও অনেক দেশই সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল নয়। দেশগুলোতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা। এগুলো দূর করতে অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় অন্যান্য দেশ ও সংস্থার সহযোগিতা। যেমন : আমাদের বাংলাদেশে জ্বালানি, পরিবেশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদের সরকারের পক্ষে এককভাবে এসব সমস্যা সম্পূর্ণরূপে সমাধান করা সম্ভব নয়। ফলে এগুলো দূরীকরণে বাংলাদেশকে অন্যান্য দেশ বা সংস্থার সহযোগিতা নিতে হয়। অনুরূপভাবে উদ্দীপকের সুমাইয়া ও রোজির পরিবার দুটির মধ্যেও সাহায্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়, যা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ধারণাটিকেই স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে।

ঘ. উক্ত ধারণাটি অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান যুগ পরস্পর নির্ভরশীলতার যুগ। আর পারস্পরিক নির্ভরশীলতার এ যুগে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কোনো বিকল্প

নেই। তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে। একটি দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, অর্থনীতি, পরিবেশ, আবহাওয়া, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ ধরনের সহযোগিতার প্রয়োজন হতে পারে। অনেক সময় একটি দেশ সরাসরি বা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে অন্য দেশকে সাহায্য করে। আবার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমেও সহযোগিতা করে। মূলত নিজস্ব প্রচেষ্টার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বের দেশগুলো তাদের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। আবার এমন অনেক সমস্যা আছে যেগুলোর সাথে একাধিক দেশের স্বার্থ জড়িত। ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। উদ্দীপকে সুমাইয়া কবির ও রোজির পরিবার দুটি যেমন পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে সুন্দর একটি পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, তেমনি বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এজন্য বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

পাঠ ২ : জাতিসংঘ ও এর গঠন (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১১৩)

শিখনফল ২.১ : জাতিসংঘের গঠন বর্ণনা করতে পারবে।

প্রশ্ন ৪ : চিত্রটি লক্ষ কর এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



- ক. শুরুতে জাতিসংঘের সদস্যসংখ্যা কত ছিল? ১
- খ. নিরাপত্তা পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. "প্রথম 'বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি থেকে '?' চিহ্নিত সংস্থাটির জন্ম হয়েছে"— ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. "বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব 'A' চিহ্নিত পরিষদের" বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক. শুরুতে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫১।

খ. জাতিসংঘের ছয়টি শাখার মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদ একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। নিরাপত্তা পরিষদ গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো আলাপ-আলোচনা, আপস, মধ্যস্থতা ও সালিসির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তি করা এবং বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গানে জাতিরাজের মাঝে সৌহার্দমূলক সম্পর্ক জোরদার করা।